কালের কণ্ঠ

তারিখ ..... 08 NOV 2017
পৃ ... কলাম ... ৩ .....

বরগুনার পূর্ব গুদিঘাটা নুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরেই জরাজীর্ণ। ছবি : কালের কণ্ঠ

জরাজীর্ণ ১০ হাজার

অর্ধেক স্কুলেই অবকাঠামো সমস্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

স্কুল ভবনের ছাদ ও দেয়াল থেকে খসে পড়েছে পলেস্তারা। বেরিয়ে এসেছে ছাদ ও বিমের মরীচিকা ধরা রড। সামান্য বৃষ্টিতেই ভবনের ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে কক্ষের ভেতরে। আবার অনেক স্কুলের টিনের ঘরের টিন ফুটো, বেড়া ভাঙা। বৃষ্টি হলেই ভিজে যায় বই-খাতা। ঘরগুলো কোনো রকমে নড়বড়ে অবস্থায় টিকে আছে। এমন জরাজীর্ণ অবস্থায় চলছে দেশের ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়া নতুন ভবন ও সংস্কার প্রয়োজন আরো ২০ হাজার স্কুলের। ফলে দেশের ৬৪ হাজার স্কুলের মধ্যে ৩০ হাজারই অবকাঠামো সমস্যায় রয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ এমন স্কুল ভবন সংস্কার বা নতুন ভবন নির্মাণ না করায় বিপাকে রয়েছে শিশু শিক্ষার্থীরা। জরাজীর্ণ ভবনগুলোতে প্রতিনিয়তই ঝুঁকি বাড়ছে। মাঠপর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী সংস্কার বা নতুন ভবন নির্মাণ হচ্ছে না। ঝুঁকি নিয়েই শিশুরা কোথাও কোথাও পরিত্যক্ত ভবনে ক্লাস করছে। আবার কোথাও ঝুঁকি এড়াতে ভবনের বাইরে মাঠে ক্লাস হচ্ছে। মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন, শ্রেণিকক্ষ বা স্কুল ভবন সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের জন্য অধিদপ্তর বারবার তাগিদ দেওয়া হলেও কোনো লাভ হচ্ছে না। এ কারণে অনেকেই মন্ত্রী বা এমপির সুপারিশ-সংবলিত পত্রও নিয়ে আসছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) সূত্র জানায়, ২০১৩ সালে একযোগে প্রায় ২৬ হাজার রেজিস্টার্ড, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, কমিউনিটি ও এনজিও পরিচালিত বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল সরকারি করা হয়। জরাজীর্ণের তালিকায় থাকা স্কুলগুলোর বেশির ভাগই এই তালিকার। এ ছাড়া এসব স্কুলের বেশির ভাগ ভবনই হয়তো সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

জানা যায়, একদিকে শিক্ষক সংকট অন্যদিকে জরাজীর্ণ ভবনের জন্য ব্যাহত হচ্ছে পড়ালেখা। অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ২০১২ সালে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও জরাজীর্ণ সব ভবন পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি স্কুলগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নে আরেকটি প্রকল্প চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে যেসব জরাজীর্ণ স্কুল রয়েছে সেগুলোর তালিকা নিয়মিতই হালনাগাদ করা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল কালের কণ্ঠকে জানান, জরুরি ভিত্তিতে জরাজীর্ণ এক হাজার ৪০০ স্কুলে ভবন নির্মাণের কাজ শিগগিরই শুরু হবে। তবে আগামী বছরের মধ্যে জরাজীর্ণ সব ভবনের নির্মাণকাজই শুরু হবে। নতুন জাতীয়করণ হওয়া স্কুলগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নে আলাদা একটি প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে।